টাকার লোভ সামলাতে না পেরে চাঁদাবাজি, জবানবন্দিতে সমন্বয়ক রিয়াদ



সমন্বয়ক রিয়াদ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহম্মেদের বাসায় গিয়ে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় অভিযুক্ত সমন্বয়ক পরিচয় দেওয়া আবদুর রাজ্জাক ওরফে রিয়াদ আদালতে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন, টাকার লোভ সামলাতে না পেরে এ কাজে জড়িয়েছিলেন। এ মামলায় রিয়াদসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

গত ১৫ অক্টোবর তদন্ত কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ মুন্সী অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তবে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সেটি আদালতে জমা হয়নি বলে জানা গেছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৭ জুলাই ভোরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়ে কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে গুলশান-২ এলাকায় শাম্মী আহম্মেদের বাসায় যান। তাঁকে না পেয়ে পুলিশ চলে যাওয়ার পর রিয়াদ ও জানে আলম অপু আবার বাসায় গিয়ে তাঁর স্বামী সিদ্দিক আবু জাফরের কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেন। গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে ১০ লাখ টাকা নেওয়ার পর বাকি টাকা প্রস্তুত রাখতে বলে চলে যান তাঁরা।

২৬ জুলাই বাকি ৪০ লাখ টাকা নিতে গেলে রিয়াদ, সাকাদাউন সিয়াম, সাদমান সাদাব, ইব্রাহিম হোসেন ও কিশোর আমিনুল ইসলাম আটক হন। পরে গ্রেপ্তার করা হয় জানে আলম অপুকে।

পিবিআইয়ের তদন্তে রিয়াদ ও অপুর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ একাধিক ধারায় অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্য তিন প্রাপ্তবয়স্ক আসামির বিরুদ্ধেও চাঁদাবাজি ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিশোর আসামির বিচার হবে শিশু আদালতে।

জবানবন্দিতে অপু টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করলেও বাকি ৪০ লাখ টাকা আদায়ের সময় ঘটনাস্থলে থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। মামলার বাদী সিদ্দিক আবু জাফরের আইনজীবী জহুরুল আলম অভিযোগপত্রে সন্তোষ প্রকাশ করে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেছেন। আগামী ১০ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে। ছয় আসামিই বর্তমানে জামিনে আছেন।